আমরা "আমার দেশ" এর পক্ষে
আমরা মাহমুদুর রহমানের পক্ষে

দৈনিক আমার দেশ এর অবরুদ্ধ সম্পাদক মি. মাহমুদুর রহমান গতকাল সংবাদ সম্মেলন করে সকলের প্রতি আহবান জানিয়েছেন, সকল নাগরিক যেন আল্লাহ, ইসলাম ধর্ম, এবং হজরত মুহাম্মদ (সঃ) এর সম্পর্কে ধর্মদ্রোহীদের করা কুরুচিপূর্ণ অপপ্রচারের প্রতিবাদ হিসাবে আগামীকাল সোমবার রোজা পালন করেন এবং আগামী মঙ্গলবার একটি সাদা কাগজে **"ধর্মদ্রোহীদের ঘৃণা করি"** লিখে সকলের মাঝে বিতরণ করেন।

আমরা আইএফডি'র পক্ষ থেকে দৈনিক আমার দেশ এবং মি. মাহমুদুর রহমানের আহবানের সাথে পূর্ণ সংহতি প্রকাশ করছি এবং তার আহবানে সাড়া দিয়ে আগামীকাল আমি এবং আমার পরিবার রোজা পালন করব ইনশাল্লাহ।

এখন পাঠকদের উদ্দেশ্যে আমরা সংক্ষিপ্ত আকারে ব্যাখ্যা করব কেন আমরা এই আহবানে সাড়া দিচ্ছি।

২০০৯ সালে আইএফডি প্রতিষ্ঠার সময়কাল থেকেই আমরা বিভিন্ন পেপার এবং আর্টিকেল প্রকাশের মাধ্যমে যুক্তি দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করেছি সমাজ, অর্থনীতি এবং রাজনৈতিক জীবনে ধর্মের প্রয়োজন রয়েছে। আমরা বলেছি সমাজে বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের জন্য এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের বিকল্প কিছু নেই।

এখানে 'আলাহ' বলতে আমরা শুধুমাএ মুসলমানের আল্লাহকে বুঝাইনি। পবিত্র কোরআনে বলা আছে মহান আল্লাহপাকের ৯৯টি নাম রয়েছে এবং তার বান্দা তাকে যে নামেই ডাকুক না কেন, আল্লাহ তার বান্দার ডাকে সাড়া দেন। এই এক আল্লাহকে কেউ ডাকেন খোদা, কেউ ডাকেন গড, কেউ ডাকেন ঈশ্বর, আবার কেউ ডাকেন ভগবান বলে। তাই বিভিন্ন সম্প্রদায় তাকে বিভিন্ন নামে ডাকলেও তিনি আসলে একই সত্তা যিনি আমাদের সবাইকে পরম মমতাভরে সৃষ্টি করেছেন।

আমাদের ধর্মের পক্ষের এই অবস্থানের প্রচার বাংলাদেশে কতটুকু কাজে লেগেছে জানি না, তবে আমরা খেয়াল করেছি ধর্মনিরপেক্ষ আওয়ামী লীগের নের্তৃবৃন্দ আজকাল আর

নিজেদেরকে ধর্মনিরপেক্ষ হিসাবে জাহির করেন না। অথচ আজ থেকে মাত্র এক দশক আগেও এই পরিস্থিতি ছিল না। তখন আওয়ামী লীগ নের্তৃবৃন্দ নিজেদেরকে ধর্মনিরপেক্ষ হিসাবে প্রমাণ করার জন্য মন্দির কিংবা গির্জাতে ছুটে যেতেন, কিন্তু বাদ দিতেন সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের উপাসনালয় মসজিদকে। তারা ভাবতেন, মসজিদে গেলে বুঝি তাদের ধর্মনিরপেক্ষতার পাতলা জামা খুলে পড়ে যাবে।

কিন্তু আজ আওয়ামী লীগ নের্তৃবৃন্দ নির্দ্বিধায় যেমন মন্দির এবং গির্জাতে যেতে পারেন, তেমনি যেতে পারেন মসজিদেও। তাদের মুখে আজকাল প্রায়ই শোনা যায় 'ইনশালাহ', 'মাশালাহ' জাতীয় ইসলামিক শব্দ। আমরা মনে করি, আওয়ামী লীগ নের্তৃবৃন্দের নীরব ধর্মের পক্ষে অবস্থানের কারণেই এটি সম্ভব হয়েছে।

বাংলাদেশের মত দেশে ধর্ম নিয়ে রাজনীতি প্রচলিত রয়েছে দীর্ঘদিন ধরে। এর কারণ সমাজের একটি বড় অংশ ধর্মের সত্যতা মানতে রাজি নন। কিন্তু ধর্ম তো সত্য। তাই সত্যের প্রতি মানুষের আবেগ রয়েছে। ফলে এই আবেগকে কাজে লাগানোর জন্য রয়েছেন রাজনীতিবিদরাও।

কিন্তু সমাজের সকলেই যদি ধর্মের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে নেন, তাহলে ধর্ম নিয়ে রাজনীতি চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে। এই রাজনীতি আর জোর করে বন্ধ করার কোন দরকার থাকবে না। কারণ সকলেই যদি থাকেন ধর্মের পক্ষে, তাহলে এই ইস্যুটি নিয়ে রাজনীতি করার আবেদনই হারিয়ে যাবে। ফলে তখন অবশিষ্ট থাকবে রাজনৈতিক দলগুলোর পারফরমেন্স এবং রাজনৈতিক নের্তৃত্বের গুণাবলী। এই বিষয়গুলিই হবে তখন ভোটের মূল নিয়ামক।

আমাদের এ যাবতকালের ধর্মের পক্ষের অবস্থানের একটি অন্যতম কারণ এই বিষয়টি।

অথচ আমরা আজ লক্ষ্য করছি, একদল ধর্মদ্রোহী ব্যক্তি ইন্টারনেটে ব্লগের মাধ্যমে এমন সব বক্তব্য প্রচার করছেন, যা এই মৌলিক নীতির সাথে সাংঘর্ষিক। শুধু তাই নয়, তারা কোন প্রকার যুক্তি ব্যবহার না করে আল্লাহ, ইসলাম এবং রাসুল (সঃ) কে নিয়ে যে সকল বক্তব্য প্রচার করেছেন যা চরমভাবে নিন্দনীয়।

ফলে এই ধরনের কর্মকান্ড সঙ্গত কারণেই ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের আবেগকে নাড়া দিয়েছে, এবং এই আবেগের বিস্ফোরণ ঘটেছে বিগত শুক্রবার জুমার নামাজের পর। সেই সময়

অসংখ্য মুসল্লি সহিংসতা ছড়িয়েছেন। ফলে আক্রান্ত হয়েছেন সাংবাদিক সহ একাধিক ব্যক্তি।

এই পরিপ্রেক্ষিতে ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের প্রতি আমরা আহবান জানাবো আপনারা দয়া করে সহিংস হবেন না। সহিংস হয়ে কোন লাভ নেই। আপনারা প্রতিবাদ করুন অহিংস পন্থায় যার পথ ইতোমধ্যেই দেখিয়ে দিয়েছেন মি. মাহমুদুর রহমান।

তাই তার আহবানে সাড়া দিন। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এই অহিংস প্রতিবাদে যোগ দিন।

এই প্রতিবাদ শুধু ইসলাম ধর্মের অবমাননার বিরুদ্ধে নয়। এই প্রতিবাদ যে কোন ধর্মের অবমাননার বিরুদ্ধে।

আজকে আপনি যদি অমুসলিম হয়ে এই প্রতিবাদ না করেন, তাহলে আগামী দিনে কোন মুসলমান জ্ঞানপাপী যদি হিন্দু ধর্ম, খৃষ্টান ধর্ম কিংবা বৌদ্ধ ধর্মের অবমাননা করে, তাহলে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান এই প্রতিবাদে অংশ নেবে না।

এই বাংলাদেশ শুধু মুসলমানের নয়। এই বাংলাদেশ হিন্দুদেরও। খৃষ্টানদেরও। এটি বৌদ্ধদেরও বাংলাদেশ।

আমরা বিগত ১৪ ফেব্রুয়ারী একটি স্পেশাল আর্টিকেলের মাধ্যমে শাহবাগের আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানিয়েছি, কিন্তু পুরোপুরি সংহতি প্রকাশ করিনি।

কারণ আমরা যুক্তি দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করেছি, শাহবাগের তরুণ প্রজন্ম যে স্লোগান নিয়ে এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন, তা ভুল। এই স্লোগানের কোন নৈতিক ভিত্তি নেই। আর নৈতিক ভিত্তি ছাড়া একটি আন্দোলনের জয় দুরূহ ব্যাপার।

সেই কারণে আমরা তরুণ প্রজন্মের কাছে আহবান জানিয়েছি তাদের এই ভুল স্লোগান পরিবর্তনের। কিন্তু তারা এখন পর্যন্ত আমাদের আহবানে সাড়া দেননি।

একই সাথে আমরা তাদেরকে পরামর্শ দিয়েছি তারা যেন সকল রাজনীতিবিদকে তাদের মঞ্চে আমন্ত্রণ জানান।

অনেকে আমাদের এই পরামর্শটিকে মনে করতে পারেন, আমরা আসলে আন্দোলনের গতিকে রুদ্ধ করার চেষ্টা করছি। কিন্তু এই ধারণা ঠিক নয়।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যে কোন নির্দলীয় আন্দোলনের ফসল উঠে রাজনৈতিক দলগুলির ঘরেই। আমার কথা বিশ্বাস না হলে তাহরীর স্কয়ারের ঘটনা স্মরণ করুন। মিশরে এই আন্দোলনটি নির্দলীয় ব্যানারে সংঘটিত হলেও এর পূর্ণ লাভ পেয়েছে মুসলিম ব্রাদারহুড যারা ইতোমধ্যেই রাজনৈতিক ময়দানে উপস্থিত ছিল। তাই তাদের প্রতিনিধি মি. মুহাম্মদ মুরসি হতে পেরেছেন মিশরের প্রেসিডেন্ট। কোন দল নিরপেক্ষ ব্যক্তি কিন্তু মিশরের প্রেসিডেন্ট হতে পারেননি।

একইভাবে শাহবাগের আন্দোলন যদি সফল হয়, তাহলে তার সব কৃতিত্ব যাবে আওয়ামী লীগের ঘরে। তারা তখন এই কৃতিত্ব জাহির করবেন।

কিন্তু এই আন্দোলন যদি বিফল হয়, তাহলে আওয়ামী লীগারদেরকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। তারা তখন বলবেন, তারা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেছেন। তখন এই পরাজয়ের সকল দায়ভার তারা দিয়ে দেবেন তরুণদের।

তরুণ প্রজন্মের যাতে এই পরিণতি না হয়, সেই জন্য আমরা তাদেরকে আহবান জানিয়েছি ভুল শ্লোগান পরিবর্তনের সাথে সাথে সকল রাজনীতিবিদদেরকে এই আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত করার জন্য।

আমি যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম, তখন ছাত্রদের হাতে অস্ত্র তুলে দেয়া হত। রাজনীতিবিদরা ছাত্রদের রাজনৈতিক আবেগকে ব্যবহার করতেন তাদের নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের জন্য।

বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে অস্ত্রের সেই ঝনঝনানি আজ আর নেই। কিন্তু আজ আমরা শঙ্কিত এটা লক্ষ্য করে যে তরুণদের আবেগকে ব্যবহার করার জন্য নতুন বুদ্ধিবৃত্তিক অস্ত্রের প্রয়োগ করা হচ্ছে যা চোখে দেখা যায় না।

তাই তরুণ প্রজন্মের প্রতি আমাদের আহবান, আপনারা নিজেদেরকে টিস্যু পেপার হতে দিবেন না। গিনিপিগ হতে দিবেন না।

আমাদের প্রজন্ম যে ভুল করেছে, আপনারা সেই একই ভুল কেন করবেন?

অনেকে ভাবতে পারেন, আমরা মি. মাহমুদুর রহমানের সাথে সংহতি প্রকাশ করে আসলে তার ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক ক্যারিয়ারে দাবার গুটি হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছি।

এই ধরনের ধারণা যদি কেউ করে থাকেন, তাহলে তাদেরকে আমরা বলব, মি. মাহমুদুর রহমানকে আমরা ব্যক্তিগতভাবে চিনি না। তার সাথে আমাদের কখনো দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি। তিনি একজন মেধাবী এবং দেশপ্রেমিক ব্যক্তি। তিনি তার প্রশাসনিক দক্ষতার প্রমাণ দিয়েছেন তার অতীত ক্যারিয়ারে।

তাই তার মত একজন দক্ষ এবং দেশপ্রেমিক ব্যক্তি যদি ভবিষ্যতে রাজনৈতিক ক্যারিয়ার গড়তে পারেন, তাহলে তাতে আমাদের কোন ক্ষতি নেই।

আইএফডি'র একটি অন্যতম উদ্দেশ্য, বাংলাদেশে এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টিতে কাজ করে যাওয়া যাতে দেশে মেধাবী নের্তৃত্বের বিকাশ ঘটে। কারণ মেধাবী নের্তৃত্ব না থাকলে আইডিয়া জনকরা যেমন তাদের আইডিয়ার সফল বাস্তবায়ন করতে পারবেন না, তেমনি তারা স্বীকৃতও পাবেন না।

তাই আমরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করি, আমাদের আজকের এই উদ্যোগে কোন ভুল নেই।

আমাদের আজকের এই প্রচেষ্টা একটি অসাম্প্রদায়িক, আধুনিক এবং বিভেদহীন বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন পূরণের; ধর্মদ্রোহীদের অপপ্রচারের দাঁতভাঙ্গা জবাব দেয়ার।

আমাদের আজকের এই প্রচেষ্টা ধর্মের সত্য বাণীকে উচ্চে তুলে ধরার।

মাবরুর মাহমুদ
প্রতিষ্ঠাতা, আইএফডি
২৪/০২/২০১৩